যুগান্তর

তারিখ 10 JAN 2009
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ১

২০০৮-০৯ শিক্ষাবর্ষ

শাবিতে ভর্তি কার্যক্রম নিয়ে অনিয়মের অভিযোগ

শাবি প্রতিনিধি

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০০৮-০৯ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি ফরম বিক্রি থেকে অর্জিত ৯৩ লাখ টাকা নিয়ে হরিলুটের পর এবার ভর্তি কার্যক্রম নিয়ে চলছে অনিয়ম, দুর্নীতি আর অব্যবস্থাপনা। মেধা তালিকা অনুযায়ী ১১ জানুয়ারি থেকে শাবিতে ভর্তি পুর্যক্রম শুরু হলেও অপেক্ষমাণ তালিকা থেকে শিক্ষার্থীদের ভর্তি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। যদিও অপেক্ষমাণ তালিকা অনুযায়ী আলাদা আলাদা তারিখ ধার্য করা হয়েছে। সূত্র মতে-ক, খ, গ ও ঘ মিলিয়ে ৪টি ইউনিটে মেধা তালিকা অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের সিরিয়াল নম্বর কত সে ব্যাপারে সুস্পষ্টভাবে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া হয়নি। এমনকি অপেক্ষমাণ তালিকায় কত সিরিয়াল নম্বর পর্যন্ত ডাকা হয়েছে সে ব্যাপারেও ধুম্রজাল সৃষ্টি করা হয়েছে। ভর্তি পরীক্ষা কমিটির সঙ্গে আলাপ করে জানা যায়, ওয়েবসাইটে এ ব্যাপারে বিস্তারিত উল্লেখ করা আছে। যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন ভিন্ন এ ব্যাপারে ভোত প্রকাশ করেছেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক শাবির দুটি অনুষদের ডিন জানান, পত্রিকায় বিজ্ঞাপন না দিয়ে শুধু ওয়েবসাইটে বিজ্ঞাপন দেয়ায় ভর্তি কার্যক্রম নিয়ে ধুম্রজাল সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ করে মফস্বল ও গ্রাম থেকে আসা শিক্ষার্থীরা শাবিতে ভর্তি হতে বঞ্চিত হচ্ছে। শাবিতে ভর্তি কার্যক্রম নিয়ে চরম অব্যবস্থাপনা ও অনিয়মের অভিযোগ তুলেছে একটি বিষয় সূত্র। সূত্র মতে, শাবিতে গত দুই বছর ভর্তি পরীক্ষা হতে অর্জিত ১ কোটি ৭৩ লাখ টাকা নিয়ে হরিলুট চলেছে। তবুও শিক্ষার্থীদের ভর্তির ব্যাপারে যথাযথ নিয়ম অনুসরণ করেনি ভর্তি কমিটি। গত বছর ভর্তি কার্যক্রম শেষে বেশ কয়েকজন অভিভাবক শাবি প্রশাসনের কাছে এ ব্যাপারে অভিযোগ করেছিল বলে জানা গেছে। অভিভাবকদের অভিযোগ পত্রিকায় বিজ্ঞাপন না দেয়ায় তাদের সন্তানরা শাবিতে সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও ভর্তি হতে পারেনি। সূত্র মতে, ১১ জানুয়ারি 'ঘ' ইউনিটে ২৭০টি আসন থাকলেও আরও অতিরিক্ত ৩৫ জনকে (ভেরিফিকেশন ফরম পূরণের সুযোগ) ডাকা হয়েছে। যদিও এ ৩৫ শিক্ষার্থী প্রকৃত পক্ষে অপেক্ষমাণ তালিকাভুক্ত। এ ইউনিটে ৫৫টি আসন শূন্য থাকলেও অপেক্ষমাণ তালিকায় এগিয়ে থাকা শিক্ষার্থীরা মেধা অনুযায়ী ভালো বিভাগে ভর্তি হওয়া থেকে বঞ্চিত হয়েছে। যা ভর্তি পরীক্ষার জন্য প্রণীত বিধির সুস্পষ্ট লংঘন। ১২ জানুয়ারি 'ঘ' ইউনিটে ১৪০টি আসন থাকলেও আরও অতিরিক্ত ৩০ জন শিক্ষার্থীকে (ভেরিফিকেশন ফরম পূরণের সুযোগ) ডাকা হয়েছে। যদিও এ ৩০ জন শিক্ষার্থী অপেক্ষমাণ তালিকাভুক্ত। এ অনুষদে বর্তমানে ৪৮টি আসন খালি রয়েছে। ১৩ জানুয়ারি 'খ' ইউনিটে ২৬০টি আসনের বিপরীতে ৩৫১ জনকে ডাকা হয়েছে। অতিরিক্ত ৯১ জন শিক্ষার্থী অপেক্ষমাণ তালিকাভুক্ত। এ অনুষদে বর্তমানে ৬০টি আসন খালি রয়েছে। বৃহস্পতিবার 'খ' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায়ও মানবিক বিভাগ থেকে তিনশ' আসনের বিপরীতে ৩৩০ জনকে ভেরিফিকেশন ফরম পূরণের সুযোগ দেয়া হয়েছে।